pub opinion

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 AUG 1986

পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

022

# শিক্ষাঙ্গন

## কারমাইকেলকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ করার দাবী

দেশের উত্তরাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ রংপুর শহরে অবস্থিত কারমাইকেল কলেজ। ১৯০৬ সালে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অঞ্চলের গণমানুষের দীর্ঘদিনের দাবী কারমাইকেলকে বিশ্ববিদ্যালয় করার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত এই কারমাইকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করা হয়নি।

'৪৭ সাল থেকে এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন আন্দোলন করেও ব্যর্থ হয়েছেন এবং এখনও এ আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। প্রায় ৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই কলেজে অধ্যয়ন করছে। প্রতি বছর অনেক ছাত্র-ছাত্রী এই কলেজে পড়া শেষ করে দূরে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান আবার অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা অর্থাভাবে দূরের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে পারে না। ফলে অনেকের মনে উচ্চ শিক্ষার আশা থাকলেও তা অর্থনৈতিক কারণে হয়ে ওঠে না। এ অঞ্চল তথা এ কলেজের বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকরা গরীব। ফলে তাদের ছেলেমেয়েদের অধিক অর্থ খরচ করে দূরের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পারে না। তাই অনেক ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষার স্বপন স্বপনই থেকে যায়।

ভৌগোলিক অবস্থান, সুন্দর, মনোরম পরিবেশে প্রায় সাড়ে ৯শ' বিঘা জমির উপর এই কারমাইকেল কলেজ অবস্থিত যা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশেষ উপযোগী। দেশের উত্তরাঞ্চল তথা রংপুরের ঐতিহ্য কারমাইকেল কলেজে ইতিপূর্বে অনেক রাষ্ট্রনায়ক, মন্ত্রিগণ, এসে উচ্চৈস্বরে কারমাইকেলকে বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু দুঃখ হলেও সত্য, আজ পর্যন্ত কারমাইকেলকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করা হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপনকে বুকে জড়িয়ে উত্তরাঞ্চলের লাখ লাখ মানুষ তাদের ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে আজও বেঁচে আছে। উত্তরাঞ্চলবাসীর প্রশ্নঃ "বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই তো কারমাইকেল কলেজের জন্ম হয়েছিল"। আজ তা স্বপন। আর এই স্বপন কতদিন— কতদিন দেখবে উত্তরাঞ্চলবাসী?

কালের আবর্তনে পেরিয়ে গেছে যুগ। উল্টে গেছে অনেক ক্যালেণ্ডারের পাতা। তবুও কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় হয়নি।

আমরা দেশের উত্তরাঞ্চলবাসী ছাত্র, শ্রমিক তথা সর্বশ্রেণীর জনগণ এ অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে এবং এই ঐতিহ্যবাহী কলেজের ঐতিহ্য সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে কারমাইকেলকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

—এস, এম খলিল বাবু
লালবাগ, রংপুর শহর।